দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 19 FEB 2007
পৃষ্ঠা কলাম

বেপরোয়াভাব একাধিক হামলা চালিয়েছে। ২৯/১২/২০০১ সালে ছাত্রলীগ নেতা মরতুজাকে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। (প্রথম আলো, ৩১/১২/২০০১) প্রথম আলোতে ১৪, ১৬ ও ১৮ আগস্ট ২০০২ সালে তাদের অপকর্মের আরও সংবাদ প্রকাশিত হয়। ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীদের হামলায় দু'জন ছাত্রীসহ ছাত্রলীগের ৫ জন আহত হয়। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার কারণে শিবিরের ৫ নেতাকর্মীকে কারণ দর্শাতে বলেছে চবি কর্তৃপক্ষ। এ সময় শিবির ছাত্রলীগ নেতাকে হুমকি দিয়েছে। তাদের বেপরোয়া অবস্থা ও ক্ষুব্ধ আচরণে সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক সকলে উদ্বিগ্ন হয়েছে। পুনরায় তারা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর হামলা করে। ২০০৩ সালে মার্চ মাসে ছাত্রলীগ নেতা-নেত্রী শিবিরের অশ্লীল আচরণের শিকার হয়। শিবিরকর্মীরা তাদের 'এলোপাতাড়ি চড় থাপড় মারে এবং ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে।' (প্রথম আলো ১৩/৩/২০০৩) শিবিরের আধিপত্যের লড়াইয়ে 'রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধায় ছাত্রশিবির, ১৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। (প্র. আ. ১৯/৩/০৩) এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ হলে দুই শিবির কর্মীকে শোকজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। (প্র. আ. ১০/৪/০৩) প্রশাসনের শোকজের কারণে শিবিরের অবরোধে কার্যত অচল হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়। (প্র. আ. ১৮/৪/০৩) আবাসিক হলে পুলিশ দেয়া হলে ক্ষুব্ধ হয় শিবির। (২৭/৪/০৩)

শিবিরের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে মিটিং মিছিল করতে পারে না প্রগতিশীল সংগঠনগুলো। (৪/৫/০৩) এই অবস্থা অব্যাহত থাকে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত। এ সময় ছাত্রশিবির ছাত্রলীগ কর্মীকে মারধর করে (প্রথম আলো ৮/৪/২০০৫). বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসিতে চলে শিবিরের সামরিক ট্রেনিং। (যায়যায়দিন, ২০/৬/০৬) শিক্ষার্থীর বেশে বিএনসিসিতে শিবিরের দলীয় ক্যাডাররা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে জঙ্গী তৎপরতায় সংযুক্ত হয়। একই সঙ্গে ছাত্রলীগকে ঠেকাতে শিবির গঠন করে ১০ ক্যাডার গ্রুপ। (যায়যায়দিন, ২৬/৭/০৬) জোট সরকার বিদায় নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি পয়েন্টে শিবিরের সশস্ত্র পাহারা বসে। (প্রথম আলো ১৯/১২/০৬) এরই মধ্যে তারা শুরু করে সশস্ত্র তাণ্ডব। প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয় 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের দফায় দফায় হামলা, সাংবাদিকসহ আহত ২০। (২৫/১২/০৬) দিনভর তাণ্ডব চালিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।. পরদিন সংবাদ হয় 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি থমথমে, রড ও লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে শিবির নেতাকর্মীরা।' (২৬/১২/০৬) এর পরের দিন পুনরায় সংবাদ 'শিবিরকর্মীদের দফায় দফায় হামলা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত কমিটি গঠন, থানায় মামলা। দৈনিক সংগ্রামের চ. বি. প্রতিনিধি মহিউদ্দীন টিপু নানান অপকর্মে লিপ্ত। প্রগতিশীলদের চিনিয়ে দিয়ে হামলায় অংশগ্রহণ করে সে। (২৭/১২/০৬)

## অরাজকতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করেছে ছাত্রশিবির ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা। ২০০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অফিস থেকে বের করে দিয়ে শিবির তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় তারা প্রক্টর অফিস ও শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালায়। (প্রথম আলো, ২৭/১/০২)।

রসায়ন বিভাগের পাঁচ হিন্দু শিক্ষককে ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের ব্যানারে ডাকযোগে পত্র মারফত হুমকি দিয়ে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয় (প্র. আ. ৭/১/০২) এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করে। ছাত্র হলগুলোতে চলে শিবিরের ব্যাপক চাঁদাবাজি। (প্র. আ. (১৭/১২/০৪) শিবিরের মতো জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরাও শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সাবেক পরিচালক জহুরুল হোসেন পরিচালিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অন্যায়ভাবে তালা ঝুলিয়ে দেয়। (প্র. আ. ২২/২/২০০৫) শিবিরের অপকর্মের নজির পাওয়া যাচ্ছে চবি ক্যাম্পাসে 'রহস্যময় ডিক্যুকের উৎপাত' সংবাদে। (প্র. আ. ২৯/৫/০৫)

## সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

জামায়াত শিবির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী। এমনকি তারা ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্য গত বছর (২০০৬) বাংলা নববর্ষ পালনে বিরোধিতা করে ১৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকে। প্রশাসনকে জানায়, অনুষ্ঠানের অনুমতি দিলে লাশ পড়বে। নববর্ষ উদ্‌যাপনে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকা। ১৪ ও ১৫ এপ্রিল জাতীয় দৈনিকগুলোতে তাদের আচরণের সমালোচনা করা হয়। ২৭/৮/০৬ তারিখে আমার উদ্যোগে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা হাসান আজিজুল হকসহ সকল প্রগতিশীল লেখক-অধ্যাপককে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে মৌন মিছিল করলে বাধা দেয় চবির জামায়াত সমর্থিত প্রশাসন। তারা আমাকে বলে, 'অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা এখানকার পরিস্থিতি অশান্ত করতে পারে। এ জন্য বাইরের ইস্যু নিয়ে এখানে আন্দোলন করা যাবে না।' (সংবাদ, যায়যায়দিন, প্রথম আলো, আজকের কাগজ ২৮/৮/০৬) এ সময় দৈনিক সংগ্রাম নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে। (২৮/৮/০৬) সংগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা একজন শিবিরকর্মী। তার কাছ থেকে আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই। প্রশাসন এবং ছাত্রশিবির কর্মী যৌথভাবে বিরোধিতা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। চবিতে মৌলবাদবিরোধী চলচ্চিত্র 'মাটির ময়না' ও 'লালসালু'র প্রদর্শনী হতে দেয়নি শিবিরকর্মীরা। (প্রথম আলো, ২৭/৩/২০০৫)।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে রাজাকার-আলবদরকে দায়ী করে বক্তব্য রাখায় প্রগতিশীল শিক্ষক অধ্যাপক গান্ধী সালেহউদ্দীনের হাত থেকে মাইক কেড়ে নেয় জামায়াতপন্থী শিক্ষক আশিকুর রহমান। (প্রথম আলো, ১৫/১২/০৪)

মৃত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত শিবিরের দুর্নীতি, কুকীর্তি ও অপশাসন সম্পর্কে অনেকের কাছে এত বেশি তথ্য আছে যে তা দিয়ে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না এ রকম অনেক তথ্যও অনেকে অবগত। যেমন বর্তমান উপাচার্য নিয়োগ পেতে কত টাকা খরচ করেছেন? আবার তিনি সেই টাকা উদ্ধারে কী কী প্রক্রিয়া ব্যবহার করছেন? এ সম্পর্কে শিক্ষকদের অনেকেই অবগত আছেন। ছাত্রশিবির ভর্তি পরীক্ষার সময় কত টাকা দাবি করেছে এবং কত পেয়েছে? নিয়োগ বাণিজ্যে তাদের দলীয় নেতাকর্মী কিভাবে সক্রিয় তার হাল হকিকত অনেকেই জানে। আমরা আশা করি এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুসন্ধান করে এই প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

*[লেখক সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]*